সংবাদ

তারিখ 04 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষা কার্যক্রমের দু'বছর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সালের ২৮ নং আইনের মাধ্যমে সরকারি জগন্নাথ কলেজকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান (অধ্যাপক, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি মার্কেটিং এবং ফিন্যান্স এই দু'টি নতুন বিভাগসহ ৪টি অনুষদে মোট ২২ টি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান দায়িত্ব গ্রহণের পর গত দু'বছরে তাঁর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিপূর্বে সংঘটিত ভর্তি বাণিজ্য, বসলি বাণিজ্য, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম : ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারে ইংরেজি কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দিবা ও নৈশ শাখা একত্রীকরণ করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও কার্যকর শিক্ষার জন্য ১ম বর্ষের আসন সংখ্যা কমিয়ে (ক) ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ৩০০০, (খ) ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ২৫০০ ও (গ) ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ২২৫৫ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষার ৩০গত মান উন্নয়নে আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১০-১২ হাজারের মধ্যে কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নতুন বিভাগ চালু : ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগ খোলা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগ দু'টির একাডেমিক কার্যক্রম পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। তাছাড়া, গত ২৯ জানুয়ারি তারিখ অনুষ্ঠিত ডীন, চেয়ারম্যান ও অধ্যাপকবৃন্দের এক সভায় অনুষদভিত্তিক নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ খোলার সুপারিশ করা হয়েছে :

ক) বিজ্ঞান অনুষদ : (i) Pharmacy, (ii) Computer Science and Engineering, (iii) Microbiology and Biotechnology, (iv) Electronics and Telecommunication Engineering.

খ) কলা অনুষদ : (i) Law.

গ) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ : (i) Anthropology, (ii) Journalism and Mass communication, (iii) Public Administration.

এছাড়াও দু'টি Centre খোলার বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়: Centre for English Language Course, (ii) Cyber Centre.

বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। তাছাড়া, বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজের মোট ৩৫২ টি সৃষ্ট পদের মধ্যে বর্তমানে ৮৮টি পদ শূন্য আছে। তালিকায় উল্লিখিত শিক্ষকদের অনেকেই Ph.D./M.Phil. ডিগ্রিসহ প্রশংসনীয় ফলাফলের অধিকারী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দীর্ঘক প্রকল্পের পিপি-তে সৃষ্ট ৬০টি শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষক সংকট দ্রুত সমাধানে ২২টি বিভাগের জন্য মোট ১১০ (একশত দশ) জন শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি চেয়ে ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শিগগিরই এই শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হবে।

গ্রন্থাগার : বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণাধীন থাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিগুলো পুস্তক সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রায় ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকার পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। নির্মাণাধীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জুলাই, ২০০৮-এ চালু হবে বলে জানা যায়।

ল্যাবরেটরি : বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের ছয়টি বিভাগে (পদার্থ, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও গণিত) মোট ১৯ টি ল্যাবরেটরি রয়েছে। এই ল্যাবগুলো আধুনিকায়নের জন্য প্রায় ৭৫,০০,০০০/- টাকার Scientific Equipments ক্রয়ের প্রস্তাব চলছে।

গত দু'বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ২১ (একুশ) কোটি টাকা ব্যাংকে বিনিয়োগ করে প্রায় অর্ধ-কোটি টাকা আয় করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয় থেকে ব্যাংকে আরো জমা আছে প্রায় ০৩ (তিন) কোটি টাকা। অর্থাৎ এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ব্যয় ব্যতীত মোট জমার পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) কোটি টাকা। আগামী ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে আরও প্রায় ০৪ (চার) কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) তৈরি করা হয়েছে। উক্ত জনবল কাঠামো শিগগিরই বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

গবেষণা কার্যক্রম : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে "সৌরশক্তি গবেষণা কেন্দ্র (Solar Energy Research)" স্থাপিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান ভবনের ছাদে সৌরশক্তি বিষয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য একটি "সৌর পার্ক (Solar Park)" স্থাপন করা হয়েছে।

■ ওলিয়ার রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও ভৌত অবকাঠামোগত সার্বিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া : ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Computerized System-এ ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনায়ন

ড. সিরাজুল ইসলাম খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর

ড. সিরাজুল ইসলাম খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় এই শিক্ষক এস আই খান নামে পরিচিত। তিনি ২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। পিএইচডি করেছেন অস্ট্রেলিয়াতে। পোস্ট ডক্টরাল করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায়। জাপানের সরকারের তত্ত্বাবধানে গবেষণাসহ ২০টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশে স্বাস্থ্য বিষয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেছেন। নরওয়ের বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গত ৬ বছর ধরে গবেষণা করছেন। মূলত এই শিক্ষক গবেষণা করতেই বেশি পছন্দ করেন। বর্তমানে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।